মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd September, 2020

September, 2020 Volume-VI, Issue-VII | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

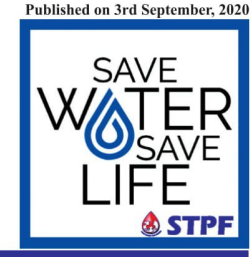

স্বাধীনতা দিবসে রক্তদান উৎসব পালন

স্বাধীনতা দিবসে সংগঠনের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি - সমাজের প্রয়োজনীয় সংকট মোচনে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এবছর দেশের ৭৪তম স্বাধীন স্বাধীনতা দিবসে (১৫ আগস্ট, ২০২০) সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সঙ্গে রক্তদান এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হল। করোনা আবহের মধ্যে সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে এই কর্মসূচী সফল করতে উপস্থিত হয়েছিলেন সংগঠনের সংশ্লিষ্ট সদস্যরা এবং অগণিত সাধারণ মানুষ। ১৫ আগস্ট সকালে সংগঠনের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হল সারাদিনের কর্মসূচী। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। সমবেত জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। ভূপেন বোস এভিনিউ জুড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের সদস্য সহ বহু স্থানীয় মানুষ। রক্তদান কর্মসূচীতে প্রায় ৬০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।

মার্চ মাসের শেষ থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত করোনা সংক্রমনের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় লকডাউন চলছে। এই পরিস্থিতিতে বহু থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু সহ অন্যান্য রোগীরা তাদের প্রয়োজনীয় রক্ত পাচ্ছেন না। রক্ত সংগ্রহের জন্য রোগীর নিকট আত্মীয়েরা হিমশিম খাচ্ছেন। রক্তদান শিবিরও অনেক কমে গেছে। এই পরিস্থিতিতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে ১৫ আগস্টের দিনে আরেকটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল। এই উপহার বর্জিত রক্তদান উৎসবে প্রত্যেক রক্তদাতাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে রক্তদাতার ছবি সহ একটি শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। রক্তদানকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই ছিল উৎসবের মেজাজ। স্থানীয় বহু ক্লাব প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা এদিন রক্তদান করেন।

সম্প্রতি আমপানের তান্ডবে শহরের বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু গাছ উপড়ে যায়। শহরের সবুজকে ফিরিয়ে আনতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন ভূপেন বোস এভিনিউ জুড়ে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী গ্রহণ করে। কলকাতা পুরসভার উদ্যান বিভাগের দেওয়া গাছ এদিন রাজপথের বিভিন্ন অংশে রোপন করেন সংগঠনের সদস্যরা। বৃক্ষরোপন কর্মসূচী শুধু ১৫ আগস্টে নয় এর অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির সঙ্গে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করে আসছে। রক্তদান উৎসব, বৃক্ষরোপন কর্মসূচী এবং স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন পর্ব সাফল্যের সঙ্গে শেষ হওয়ার জন্য সংগঠনের সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আগামীদিনে সংগঠনের অনুষ্ঠানে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতার আবেদন জানান।

মিষ্টি গন্ধেও বিপদের হাতছানি

সঞ্জীব আচার্য্য

করোনা সংক্রমণ আবহে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে উঠেছে ফেস-মাস্ক ও হ্যান্ড-স্যানিটাইজার। ভাইরাস থেকে বাঁচতে মাস্ক বাধ্যতামূলক, এতে কোন সন্দেহ নেই। যত গোল বেঁধেছে স্যানিটাইজার নিয়ে। যখন তখন হাতে দু'ফোঁটা স্যানিটাইজার ঘষে নেওয়া কতটা সুরক্ষিত সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। স্যানিটাইজার জীবাণুকে ধ্বংস করে একথা সত্যি কিন্তু এর বেশি ব্যবহার ত্বকের ক্ষেত্রে খুব একটা ভাল নয়। জীবাণু মারার রাসায়নিক এবং অ্যালকোহল সবসময় শরীরের সংস্পর্শে এলে তার প্রভাব খারাপও হতে পারে।

হ্যান্ড-স্যানিটাইজার খারাপ না ভাল, সেটা নিয়ে নিশ্চিত মতামত এখনও পাওয়া যায় নি। তবে স্যানিটাইজারের কিছু খারাপ গুণ আছে, যেটা ত্বকের জন্য মোটেও ভাল নয়। বেশি স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও হতে পারে। কারণ, যেসব রাসায়নিকের মিশ্রণে স্যানিটাইজার তৈরি হয়, তাদের অনুপাত যে সবসময় ঠিক হবে, এমনটা নয়। সেকারণেই ঘনঘন স্যানিটাইজার ব্যবহার না করে সাবানজলে হাত ধুয়ে নেওয়া যেতে পারে। যেহেতু সাবান সঙ্গে নিয়ে ঘোরা সম্ভব নয়, সেহেতু ব্যাগে করে স্যানিটাইজার নিয়ে যাওয়া যায় এবং স্যানিটাইজার দিলে হাত ধোওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। খাঁটুনি কম, কাজ বেশি। একারণেই স্যানিটাইজারের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়তে শুরু করে ১৯৯০ সাল থেকে। এতদিন স্যানিটাইজার ছিল জরুরি প্রয়োজনের তালিকায়, এখন সেটা অভ্যাসে দাড়িয়েছে।

স্যানিটাইজারের অধিক ব্যবহারে কি কি সমস্যা হতে পারে—

বেশি অ্যালকোহলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। ভাইরাস মারতে গিয়ে অ্যালার্জি হানা দিচ্ছে। বেশি জীবাণু মারার কারণে যদি ঘনঘন স্যানিটাইজার ব্যবহার করা হয় তার ফল হবে উল্টো। খসখসে ত্বক থেকে চুলকানি, অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। আবার ভেজাল স্যানিটাইজারে বিপদ আরও বেশি। স্যানিটাইজার কেনার সময় অ্যালকোহলের মাত্রা দেখে নেওয়া উচিত।

এরপর ২-এর পাতায়

এক পলকে দেশে

রামমন্দির

অযোধ্যা-স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে রাম জন্মভূমি আন্দোলনের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী। ৫ আগস্ট অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাস করলেন নরেন্দ্র মোদী।

তথ্য উধাও

নয়াদিল্লি-চিনের সেনাবাহিনী যে পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতের এলাকায় ঢুকে পড়েছে সেই তথ্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছিল। ৬ আগস্ট সেই তথ্য হঠাৎ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, কারণ জানানো হয়নি।

আমদানিতে টান

নয়াদিল্লি-'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার জন্য এবার ১০১টি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানিতে ধাপে ধাপে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করতে চলেছে কেন্দ্র। এবার প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বরাদ দেশীয় সংস্থাগুলিকে দেওয়া হবে।

যক্ষার পরীক্ষা

নয়াদিল্লি-যক্ষা এবং কোভিড উভয়েই সংক্রামিত করে ফুসফুসকে। তাই স্বাস্থ্যমন্ত্রক নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে এবার করোনা রোগী ভর্তির সময় দুটো পরীক্ষাই করতে হবে।

চলে গেলেন প্রণব মুখার্জি

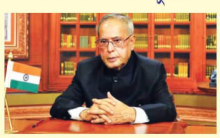

(১৯৩৫-২০২০)

নয়াদিল্লি-প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, ভারতরত্ন প্রণব মুখার্জি (৮৪) প্রয়াত। ৩১ আগস্ট বিকেলে দিল্লির আর্মি রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ২০১২-২০১৭ পর্যন্ত দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রণব মুখার্জি। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়া দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। দেশের সর্বোচ্চ পদে তিনিই প্রথম বাঙালি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রয়াণে দেশে সাতদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়েছে এবং জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে।

এক পলকে রাজ্য

কড়া অ্যাডভাইসারি

নিজস্ব প্রতিনিধি-কোভিড রোগীর ভর্তির সংকট, বিলে লাগাম টানতে ৭ দফা কড়া অ্যাডভাইসারি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠালো পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন।

সংক্রমণ বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় কোভিডের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। কোভিড বিধি নিয়ে প্রচার বাড়াতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

থ্যালাসেমিয়ার জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রায় ৪০ কিমি বাইক চালিয়ে এসে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা বানপুরের বাসিন্দা রাখি, লিপিকা ও নেহা থ্যালা সেমিয়া আক্রান্ত তিন বোনকে বাঁচাতে রক্ত দিলেন তিন তরুণ কিশোর বিশ্বাস, সৌরভ মজুমদার ও সান্দাম সাহা।

মেট্রো-ট্রেন চলতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি-পারস্পরিক দূরত্ব এবং অন্যান্য বিধি মেনে ট্রেন বা মেট্রো চলাচলে আপত্তি নেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রেল মনে করলে রাজ্য সরকারের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলতে পারে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

প্লাজমা ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্য জুড়ে প্লাজমা ব্যাঙ্কের তালিকা প্রকাশ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। কোভিড রোগীর চিকিৎসায় এই ব্যাঙ্কগুলো কাজ করবে।

কর মকুব

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাস মিনিবাসের কর এবং পারমিট ফি এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মকুব করল রাজ্য সরকার। এর ফলে বাস মালিকরা খরচের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পেলেন।

প্রয়াত শ্যামল চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনা আক্রান্ত অবস্থায় পরপর দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে ৬ আগস্ট দুপুরে পিয়ারলেস হাসপাতালে মৃত্যু হল সি পি এম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, শ্রমিক নেতা শ্যামল চক্রবর্তী (৭৭)।

এখানে - ওখানে

ভরসা জোগাতে ফেডারেশনের একগুচ্ছ কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি-কুমোরটুলি বাজার সমিতির ব্যবস্থাপনায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ২৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। করোনা আবহের মধ্যে বিধি মেনেই এই শিবিরে আয়োজন করা হয়েছিল।

আমরা মহিলারা-দের স্বাস্থ্য শিবির

দেহে অক্সিজেনের মাত্রা নিরূপণ করা, পালস রেট এবং ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করা হয় শিবিরে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের পাশাপাশি এদিন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে একগুচ্ছ স্থানীয় ক্লাব।

গৌরীবাড়ি সৃষ্টিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

এরই মধ্যে শহরে এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে আমপানের প্রভাবে বহু ঘরবাড়ি, গাছপালা নষ্ট হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সেরাম থ্যালা সেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন তাদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী শুরু করে। ২৭ জুলাই এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে কুমোরটুলি সংযোজন, কুমোরটুলি নবদল ক্লাব, কুমোরটুলি পল্লীবাসীবৃন্দ, জয়ী সংঘ, কুমোরটুলি সার্বজনীন দুর্গোৎসব, কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সাংস্কৃতিক সমিতি, গোঁসাই লেন অ্যাথেলেটিক ক্লাব, রাধামাধব স্পোর্টিং ক্লাব, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সমিতি, গোলাবাড়ি মিলন সংঘ এছাড়া বহু উদ্যোগীরা। প্রত্যেকটি ক্লাব সংগঠন তাদের দায়িত্বে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের দেওয়া চারাগাছ রোপণ করেন নির্দিষ্ট জায়গাতে।

এদিনের এই কর্মসূচীর প্রারম্ভে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের

রাজীব গান্ধী জন্মোশতবার্ষিকীর রক্তদান উৎসব

সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের আক্রমণে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে তিনি সকলকে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন মেনে চলার পরামর্শ দেন।

অন্যদিকে, ২৮ জুলাই উল্টোডাঙ্গাতে আমরা মহিলারা সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় আরও একটি স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির পরিচালনা করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত সকলের দেহে অক্সিজেনের মাত্রা এবং নাড়ির গতি পরীক্ষা করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা। শিবিরের প্রারম্ভে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

গোলাবাড়ি মিলন সংঘের বৃক্ষরোপণ

৩ আগস্ট দ্য ওয়েব বা প্রবাহ এবং ভাই ভাই স্পোর্টিং ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ৪বি বাসস্ট্যান্ডের সামনে এক স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এখানেও এই শিবিরেরও মূল উদ্যোক্তা সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। শিবিরে উপস্থিত সকলের দেহে অক্সিজেনের মাত্রা এবং নাড়ির গতি পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া ব্লাড প্রেসারও মাপা হয় সকলের।

আমরা শোকাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি-কোভিড আবর্তের মধ্যে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের নিবিড় সম্পর্ককে ছিন্ন করে প্রয়াত হয়েছেন সংগঠনের একনিষ্ঠ সদস্য শুভেন্দু ঘোষ, কবি উমা ভৌমিক এবং পৃষ্ঠপোষক দর্পনা বসাক। এদের প্রয়াণে আমরা ব্যথিত ও শোকাহত।

কাশীপুরে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-কাশীপুর রাজীব গান্ধী জন্ম উৎসব কমিটির ব্যবস্থাপনায় এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ৩ আগস্ট একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। শিবিরে আগত মানুষদের নিখরচায় দেহে অক্সিজেনের মাত্রা এবং নাড়ির গতি পরীক্ষা করা হয়। শিবিরের প্রারম্ভে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, করোনার সংক্রমন থেকে বাঁচতে হলে সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক পড়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার করার কাজটা মন দিয়ে করতে হবে। এছাড়া মারন রোগ থ্যালাসেমিয়া নিয়েও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তুলে ধরেন তিনি। অনুষ্ঠানে জন্ম উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অরুণ ব্যানার্জি, অনুপম দাস সহ আরও অনেকে।

প্রিয়দর্শিনীর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিধাননগর প্রিয়দর্শিনীর উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এই শিবিরে আগত ১২৬ জনের দেহে অক্সিজেনের মাত্রা এবং নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করা হয়। এই শিবিরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষদের যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

চলাচলের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-নর্থ ক্যালকাটা চলাচলের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৬ আগস্টে আয়োজিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এই শিবিরে উপস্থিত সকলের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা এবং নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া চলাচলের উদ্যোগে এলাকায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচীও পালন করা হয়।

গৌরীবাড়ীতে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-গৌরীবাড়ি সৃষ্টির উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৬ আগস্টে আয়োজিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এই শিবিরে উপস্থিত সকলের ইসিজি, বি এম ডি এবং সুগার পরীক্ষা করা হয়।

কুমোরটুলিতে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজীব গান্ধী জন্মোৎসব কমিটি ও তরুণ তীর্থের যৌথ উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় কুমোরটুলিতে ২৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। শিবিরে আগতদের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা এবং নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের স্বাস্থ্য কর্মীরা।

মিষ্টি গন্ধেও বিপদের হাতছানি

প্রথম পাতার পর

ত্বকে র‍্যাশ, বলিরেখা

স্যানিটাইজারে সাধারণত তিন ধরনের রাসায়নিক থাকে—ইথাইল অ্যালকোহল বা ইথানল, আইসো প্রোপাইল অ্যালকোহল এবং এন-প্রোপানল। এই অ্যালকোহল গুলির কাজ যেমন জীবাণুনাশক, তেমনি এরা ত্বকের জন্য খুব একটা ভাল নয়। এর অধিক ব্যবহারে ত্বকের স্বাভাবিক তেলতেলে ভাবটা উধাও হয়ে যায়। বেশি স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে ত্বক কুঁচকে যেতে শুরু করে, খুব তাড়াতাড়ি বলিরেখা দেখা যায়।

স্যানিটাইজারের অ্যান্টি বায়োটিক উপাদান সংক্রমনের ঝুঁকি বাড়ায়

অ্যান্টোবায়োটিকের কাজ হল ব্যাকটেরিয়া, প্যাথোজেন বা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানো। কিন্তু স্যানিটাইজারকে জীবাণু-প্রতিরোধী বানালে ট্রিকলোসান নামে এমন এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়, যার বেশি প্রয়োগ হলে প্যাথোজেন এর বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। এই রাসায়নিক উপাদান থেকেই তখন ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

শিশুদের ইমিউনিটি কমিয়ে দেয়

শিশুদের প্রস্রাবে সি-রিঅ্যাকটিভ প্রোটিন (crp) পাওয়া যায় বা স্যানিটাইজারের অধিক ব্যবহারে তৈরি সিআরপি এমন এক ধরনের ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান যা রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমিয়ে দিতে পারে। ছোট থেকে স্যানিটাইজারের অভ্যাস তৈরি হলে শরীরের স্বাভাবিক ইমিউন সিস্টেমও দুর্বল হতে থাকে। কৃত্রিম রাসায়নিক উপাদানে অভ্যস্ত হতে থাকে শরীর। ফলে শরীরের টি-কোষ প্যাথোজেনের মোকাবিলায় নিজে থেকে সক্রিয় হতে পারে না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল হতে থাকে।

মিষ্টি গন্ধেই লুকিয়ে বিপদ

স্যানিটাইজারের মিষ্টি গন্ধে ভুললে চলবে না। কারণ এই গন্ধই বিপদ ডেকে আনতে পারে। এই গন্ধ তৈরির জন্য phthalates নামক উপাদান ব্যবহার করা হয় যার প্রভাব মারাত্মক। স্যানিটাইজার লাগানোর পরে হাত দিয়ে খাবার খেলে এই উপাদান শরীরে ঢুকে টক্সিনের পরিমাণ বাড়াতে থাকে। শিশুদের শরীরে এই উপাদান এখন অনেক বেশি। যার অর্থই হল, পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বাচ্চাদের বেশি করে স্যানিটাইজার দেওয়া হচ্ছে। আর যার কারণেই এই ক্ষতিকর রাসায়নিক ঢুকছে শরীরে। এখনও দেখা গেছে, মায়ের শরীর থেকে সদ্যোজাতের শরীরেও চলে এসেছে এই উপাদান। তাই সতর্ক থাকা জরুরী।

ঘন ঘন স্যানিটাইজার নয়, সাবান জলেই হাত ধোওয়া নিরাপদ

বাড়িতে থাকার সময় ১০ বার সাবানের মাঝে এক-দু'বার স্যানিটাইজার চলতে পারে, তবে ঘন ঘন নয়। বদলে সাবান জলে বা ডেটল জলে হাত ধুয়ে নেওয়া অনেক বেশি নিরাপদ। আয়ুর্বেদিক সাবান বা ত্বকের ধরণ অনুযায়ী সাবান ব্যবহার করলে স্যানিটাইজারের থেকে বেশি কাজ হয়। ত্বকও নিশ্চিন্তে শ্বাস নিতে পারে।

নৈহাটিতে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন কমিটি, নৈহাটির উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ প্রতিযোগিতা। উদ্‌যাপন কমিটির অন্যতম কর্ণধার পরেশ সরকারের প্রচেষ্টায় এই সচেতনতা শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি। সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সদস্য দেব পাল, এস এস চন্দ ও আরও অনেকে।

JR
JYOTEE
BASMATI RICE

Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg

Marketed by :
Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT
13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com

For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

বিস্ফোরন বেইরুটে

বেইরুটের গুদামঘরে বিস্ফোরণ

বেইরুট-বেইরুটে ৫ আগস্ট এক ভয়াবহ বিস্ফোরনে প্রায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে লেবাননের রাজধানীতে এতবড় বিস্ফোরণ হয়নি। বিস্ফোরণের জেরে বেইরুটের রাজপথ কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে সাইপ্রাসের মানুষও সেই ভয়ানক শব্দ শুনতে পেয়েছেন। প্রথমদিকে সন্ত্রাসবাদী হামলার কথা ভাবা হলেও পরে দেশের অভ্যন্তরীন মন্ত্রী মহম্মদ ফাহমি রাসায়নিক দুর্ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, বন্দর চত্বরের একটি গুদামঘরে প্রায় ২৭০০ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট জমা করা ছিল ২০১৪ সাল থেকে। সেই গুদামেই আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটে। একদিকে আর্থিক মন্দায় বিধ্বস্ত লেবানন, তারপরে এই বিস্ফোরণের ফলে খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার সঙ্কট আরও প্রকট হবে সেখানে।

নিষেধাজ্ঞা বাড়বে

ওয়াশিংটন-ইরানকে অস্ত্র বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞার সময় শেষ হচ্ছে ১৮ অক্টোবর। ইতিমধ্যেই মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পেয়ো জানিয়েছেন, তাঁরা চান এই নিষেধাজ্ঞা বাড়াতে। নিরাপত্তা পরিষদে এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবও জমা দিয়েছে আমেরিকা। নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে চিন ইরানকে অস্ত্র বিক্রি করবে বলে জানিয়ে রেখেছে।

ছাই ওড়াচ্ছে 'সিনাবুং'। ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রায় একটি আগ্নেয়গিরি। হঠাৎ জেগে উঠেছে সিনাবুং। ১২০টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে সুমাত্রায়।

কৃষ্ণাঙ্গকে গুলি

কেনোলা-মিনিয়াপোলিসের পরে এবার উইসকনসিনের কেনোশা শহরে পুলিশি বর্বতার শিকার হল কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জেকব ব্লেক। তাঁকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পরপর সাতটা গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। চিকিৎসার পরে ব্লেকের অবস্থা এখন স্থিতিশীল। নির্বাচনের আগে এখন 'ব্ল্যাক লাইভস মাস্টার' নিয়ে উত্তাল মার্কিন মুলুক। চাপে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। এই ঘটনার পরে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে ঘটনায় জড়িত পুলিশ অফিসারদের।

জল্পনায় কিম

দক্ষিন কোরিয়া-আবারও দক্ষিন কোরিয়ার শাসক কিম জং উনের মৃত্যুর জল্পনা। শোনা যাচ্ছে মৃত উনের পরিবর্তে দেশের দায়িত্ব ধরেছেন তাঁর বোন কিম ইও জং।

টিকটক নিষিদ্ধ

ওয়াশিংটন-ভারতের পর এবার চিনা-অ্যাপের বিরুদ্ধে সরব হল আমেরিকা। উপভোক্তাদের অজ্ঞাত সারে তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য হাতানোর অভিযোগে চিনা ভিডিয়ো-অ্যাপ টিকটকের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন মার্কিন বিদেশি সচিব মাইক পম্পেয়ো। এবার খোদ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়ে দিলেন এই অ্যাপ বন্ধ করতে বিশেষ প্রশাসনিক নির্দেশে তিনি স্বাক্ষর করেছেন। টিকটকের আমেরিকা শাখা কিনছে বিশ্ববিখ্যাত তথ্যপ্রযুক্ত সংস্থা মাইক্রোসফ্ট।

সাগরপারের টুকিটাকি

ইজরায়েল বিক্ষোভ

জেরুসালেম-বেশ কয়েকদিন ধরেই ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। ৯ আগস্ট রাতে ইজরায়েলের রাজধানী জেরুসালেমে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাসভবনের সামনে জড় হয়ে বিক্ষোভ দেখান হাজার হাজার বিক্ষোভকারী। তাদের দাবি দুটি। প্রথমমত এই সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দ্বিতীয়ত, করোনা পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ দেশের শাসক। বানিজ্যনগরী তেল আভিভও জ্বলে ওঠে বিক্ষোভে। নেতো নিয়াহু ফের নির্বাচনে দাঁড়াবার প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

ট্রায়াল নিয়ে

লন্ডন-করোনাভাইরাসের সম্ভাব্য এক প্রতিষেধকের ট্রায়াল শুরুর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।

গান্ধীর জন্ম

লন্ডন-মহাত্মা গান্ধীকে সম্মান জানাতে নতুন মুদ্রার প্রচলন করতে চলেছে ব্রিটিশরা। ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী ঋষি সুনক রয়্যাল মিন্টের অ্যাডভাইসারি কমিটিকে ওই সুপারিশ করেছেন। সম্প্রতি আমেরিকার মিনিয়াপোলিসে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর প্রতিবাদে উঠে আসে জাতির জনকের প্রসঙ্গ। কমিটিই ঠিক করবে নতুন ওই মুদ্রার নকশা ও থিম।

পোপের মতে

ভ্যাটিকান সিটি - অতিমারি পরিস্থিতিতে সামাজিক বৈষম্য আরও বেড়ে গিয়েছে বলে জানালেন পোপ ফ্রান্সিস। "সকলের কাছে বাড়ি থেকে কাজ বা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুবিধে নেই। ফলে কেউ কেউ এই সময়েও এগিয়ে যাওয়ার সুবিধা পাচ্ছেন। আর কেউ তা পাচ্ছেন না।" এর জেরে এই বৈষম্য আরও প্রকট হচ্ছে বলেই মত তাঁর। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার।

মাহিন্দার শপথ

শ্রীলঙ্কা-চতুর্থবারের জন্য শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন মাহিন্দা রাজাপক্ষে। ৯ আগস্ট কলম্বোর বৌদ্ধ মন্দিরে শপথ নেন এস এল পি পি নেতা রাজাপক্ষে।

লাদাখ নিয়ে আমেরিকা

ওয়াশিংটন-লাদাখ কান্ডে ভারতের পাশে দাঁড়ালেন মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা। হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস ও সেনেট-মার্কিন কংগ্রেসের উভয়কক্ষের সদস্যরাই সরাসরি গোটা ঘটনার দায় চাপিয়েছেন বেজিংয়ের ঘাড়ে। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য চিনকে অবিলম্বে এই সেনা আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে।

কোভিড পাস

জেনেভা-করোনা আবহে পর্যটক হারিয়ে আর্থিক সংকটে ভুগছে ইতালি থেকে ভিয়েতনাম। এই অবস্থায় ঘর থেকে বাইরে বেরোনোর দিশা দেখাচ্ছে নয়া অ্যাপ 'কোভিডপাস', ভাল থাকার পাসপোর্ট। রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিচালিত ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ইয়ং গ্লোবাল লিডারস' এর সদস্য মুস্তাফা মোকাস তৈরি করেছেন এই কোভিড পাস। 'ব্লকচেন' প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে মুস্তাফার অ্যাপে।

দীর্ঘতম জিরাফ

কুইন্সল্যান্ড-বিশ্বের দীর্ঘতম জীবন্ত প্রাণী হিসেবে রেকর্ড গড়ল অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের চিড়িয়াখানার একটি জিরাফ। উচ্চতা ১৮ ফুট ৮ ইঞ্চি। বয়স ১৩ বছর।

এবছর করোনার জন্য হাতে গোনা মানুষ এসেছেন কাবায়। মাত্র এক হাজার জন সৌদিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ অ্যাসপিরিন ওষুধটি অনেক সময়ই ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধটি সম্বন্ধে জানতে চাই—কি কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এবং এর সাইড এফেক্টে কি কি হতে পারে ?

অভিষেক দাস, নিউ আলিপুর

উঃ অ্যাসপিরিন (Aspirin) একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। এটা হল এক রকমের অ্যান্টিপ্লেটলেট ওষুধ (Antiplatelet Drug) যা রক্তের অণুচক্রিকার (Platelet) জমাট বাঁধায় বাধা দেয়।

ব্যবহার—সাধারণ জ্বর ও মাথাব্যথা ছাড়াও অ্যাসপিরিনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হল করোনারী আর্টারী ডিজিজ (Coronary Artery Disease), সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, বা পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজে (Peripheral Vascular Disease) থ্রম্বোসিস প্রতিহত করা (Secondary Prevention)। এছাড়াও Risk Factor থাকলে চল্লিশ বছরের ওপরে এই ওষুধ দেওয়া যায় (Primary Prevention)। এর ফলে হার্ট অ্যাটাক (Myocardial Infraction) , স্ট্রোক প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

মাত্রা (Dosage)— ৭৫-৩২৫ মিলিগ্রাম প্রতিদিন।

পার্শ প্রতিক্রিয়া (Side effects)—পেটের সমস্যাই মূলতঃ হয়, যেমন পেটের অস্বস্তি, অম্বল (Dipepsia), Erosive (Bleeding), Perforation প্রভৃতি। অ্যাসপিরিনের সঙ্গে কিছু ওষুধ, যেমন প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (Proton Pump Inhebitor) দিনে এই সব সমস্যা কম হয়।

এছাড়াও অ্যালার্জি (Aspirin Allergy) হতে পারে। মাত্রা বেশী হলে লিভার ও কিডনির সমস্যা (Hepatic And Renal Toxicity) হতে পারে।

Aspirin Resistance—কখনও কখনও হতে পারে, কিন্তু এটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখনও সম্ভব নয়।

প্রঃ পাইলস সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার বাবার এই রোগ আছে।

সুজাতা দত্ত, বিরাটি

উঃ পাইলস বা Hemorrhoids একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রক্তনালী ফেটে গিয়ে রক্তপাত হয়। বয়স বেশী হলে এই রোগের সম্ভাবনা থাকে। বেশী ফ্যাট এবং কম ফাইবারযুক্ত খাবার খেলে এই রোগের সম্ভাবনা বেশী হয়।

এই রোগ দু'রকমের হতে পারে—Internal Hemorrhoips ও External Hemorrhoips।

উপসর্গ—Stool-এর সঙ্গে রক্ত পড়া এবং কিছু অংশ বেরিয়ে আসতে (Protrusion) দেখা দেয়। ব্যথা সেরকম হয় না, তবে কখনও কখনও খুব বেশী হতে পারে। সাধারণত রক্তপাত অল্পই হয়, তবে কখনও বা বেশী হয় এবং রক্তাল্পতা (Anemia) সৃষ্টি করতে পারে।

রোগনির্ণয় (Diagnosis)—Physical Examination করে করা হয়। Colonoscopy করার প্রয়োজন হয়।

এই রোগ অনেক সময়ই বেশ কষ্টকর হয় এবং এর ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

চিকিৎসা (treatment)—Snz Bath, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার, এবং Stool নরম করার ওষুধ (Stool Softeners) দেওয়া হয়। এছাড়াও Banding ও Sclerotherapy করা যেতে পারে। অপারেশন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন রকমের অপারেশন আছে। যেমন, Excisional Hemoprhoidectomy, Transhemorrhowal Deatreriali cation (THD), Stapled Hemorph oldectomy প্রভৃতি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভালো কাজ হয়। এতে কিছু ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে, যেমন, ব্যথা, সংক্রমণ, রক্তক্ষরণ, প্রস্রাবের অসুবিধা Faecal incow tiwence প্রভৃতি।

প্রঃ কিডনির অসুখের জন্য কি কি পরীক্ষা করতে হয়, জানতে চাই।

শরদিন্দু চ্যাটার্জি, বালি

উঃ কিডনির অসুখের জন্য বেশ কিছু পরীক্ষা করতে হয়। যেমন—

(১) রক্তপরীক্ষা (Blood) ইউরিয়া ও ক্রিয়োটিনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, সোডিয়াম পটাশিয়ামের মাত্রার হেরফের হতে পারে। আবার, ক্যালশিয়াম, ফসফেট, হিমোগ্লোবিন, ইউরিক, অ্যাসিড, প্লেটলেট এগুলির মাত্রা পরিবর্তিত হতে পারে।

এছাড়াও, Complement, ANA (Antinuclear Antibody), Cryo globulins, প্রভৃতি পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে।

(২) ইউরিন-Urine পরীক্ষা থেকেও অনেককিছু জানা যেতে পারে। ইউরিনে বেশি মাত্রায় প্রোটিন, কাস্ট প্রভৃতি থাকতে পারে।

(৩) Radiologic Evaluation—আলট্রাসোনোগ্রাফি করলে কিডনি সাইজ ও আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। Vascular Imagineও করার দরকার হতে পারে।

(৪) কিডনি বায়োপ্সি—কিডনির অসুখের কারণ সম্বন্ধে সঠিক জানার জন্য এবং অসুখ কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তা জানার জন্য এই পরীক্ষার দরকার হতে পারে।

(৫) GFR (Glomerular Filtration Rate) নির্ণয় করা, প্রভৃতি।

প্রঃ মৃগী (Epilepsy) থাকলে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার ?

রবি দত্ত রায়, বালি

উঃ মৃগী থাকলে বেশ কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন, উত্তেজনা, রাতজাগা, চড়া আলোর দিকে চেয়ে থাকা, টিভি দেখা প্রভৃতি এড়িয়ে চলা দরকার।

পৃষ্ঠা-৩

সম্পাদকীয়

হতে হবে কঠোরতম

অরাজকতা চারিদিকে। এই অতিমারির বিধ্বস্ত সময়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত তো দূরস্থান। নূন্যতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করাই অনেক মানুষের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠছে। এক বৃদ্ধ রোগীকে ফুলবাগান থেকে কলেজ স্ট্রিটের মেডিকেল কলেজে পৌঁছাবার জন্য ১২,০০০ টাকা দাবি করেছিল একটি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স, এই টাকা না দিলে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয় বলে সাফ জানিয়েছেন অ্যাম্বুলেন্স চালক। ইতিমধ্যে দেশের অন্যান্য শহরেও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার অবিশ্বাস্য খরচ নিয়ে বহু অভিযোগ শোনা গেছে। অ্যাম্বুলেন্স চালকরা পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছেন। অ্যাম্বুলেন্স অমিল হলে রোগীর নিকট আত্মীয় বা পরিজনদের চলবে না। একপ্রকার বিপাকে পড়ে যে কোনও অঙ্কের টাকাতেই রাজি হয়ে প্রিয়জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। সম্প্রতি জানা গেছে, অক্সিজেন সিলিন্ডারের ক্ষেত্রেও এ ধরনের নৈরাজ্য চলছে। চলতি দামের থেকে দশগুন বেশি টাকা দাবি করা হচ্ছে। এছাড়া বহু বেসরকারি হাসপাতালে সন্দেহভাজন বা কোভিড পজিটিভ রোগীর চিকিৎসার খরচ নিয়ে কিছু বলার অবকাশ রাখে না। অ্যাম্বুলেন্স ও অক্সিজেন পরিষেবা এবং সঙ্গে চিকিৎসার খরচ এই ত্রিমুখী ফলার আঘাতে এখন বিপন্ন অবস্থায় দিন গুজরান করছেন বহু পরিবার।

যাঁরা এই কালোবাজারি করছেন তাঁরা জঘন্যতম অপরাধী। তাঁদের অপরাধ ক্ষমাহীন। এদের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অন্যরাও ভীত হয়। অন্ততঃ এ ধরনের অপরাধ করার আগে তাঁকে দশবার ভাবতে হবে। বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স নামক যুক্তিটি একেবারেই ঠিক নয়। সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন গাড়িই রাস্তায় চলতে পারে না। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট অ্যাম্বুলেন্সের লাইসেন্স বাতিল এবং চালকের লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা করা যেতেই পারে। প্রশাসনকেই তৎপরতার সঙ্গে একাজ করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় করে তুলতে হবে। নাগরিক পরিষেবায় বেসরকারি পরিষেবা প্রদানকারীরা সবদেশেই রয়েছে কিন্তু তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং আইন মানতে বাধ্য করার কাজটা প্রশাসনের।

নীতি-নৈতিকতার ক্ষয়িষ্ণুতাটা সতিই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু দিনের পর দিন সেটাই যখন বাস্তব হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি, তখন প্রশাসনের অতি কঠোরতাও আশা করাটা অমূলক নয়। এই ঘোর বিপদের সময় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সচল রেখে অনিয়মগুলোকে বন্ধ করার পথ খুঁজতে হবে। আর সেই পথেই মানুষের কল্যাণ হবে। দুষ্টের দমন আর শিষ্ঠের পালন তো প্রশাসনের আবশ্যিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রকৃতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই তৃণ-শষ্প-শোভিত হরিৎক্ষেত্রে, এই কলবাহিনী ভাগীরথী-তীরে, এই স্ফুটচন্দ্রালোকে, আজি দপ্তরের শ্রীবৃদ্ধি, কলেরব-বৃদ্ধি করিব। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না ট্রেলস্ শর্ম্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, ক্রিসীদাকে স্মরণ করিয়া, উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেন। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না থিবসী সুন্দরী এইরূপ মৃদু শিশির-পাত-সিক্ত শষ্প মৃদু পদে দলিত করিয়া পিরামসের সঙ্কেতস্থানাভিমুখে অভিসারিণী হইতেন? অভিসারিণী শব্দটিতে অভি একটি উপসর্গ, সৃ একটি ধাতু এবং স্ত্রীবাচক একটি 'ইনী' আছে ; এই জীবনে কমলাকান্ত শর্ম্মা কত উপসর্গ দেখিলেন, কত লোকের ধাতু ছাড়িল গঠিল, কত ইনীও এলেন গেলেন, কিন্তু সোপসর্গ ধাতুবিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলাম না। কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না। কমলাভিসারিণী, এরূপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা দধি দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতে 'পসারিণী' বলিয়াছে, কখন অভিসারিণী বলিয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না, তাহা যদি বলিত, তাহা হইলে অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম। চন্দ্র, তোমার সাতাইশ ইনী শুদ্ধ আমাকে দেখিয়া আমার প্রতি উপহাস করিতেছ? দক্ষ রাজা যেমন একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্ম্মা বিবাহের জন্য লালায়িত। অমল-ধবল-কিরণরাশি সুধাংশো। আর সকল তোমার থাক্, তুমি অশ্লেষ্য মঘাকে ছাড়িয়া দেও, আমি ওই দুইটিকে বড় ভালবাসি।

হুমায়ুন আহমেদ — বাস্তবতা এতই কঠিন যে কখনও কখনও বুকের ভিতর গড়ে তোলা বিন্দু বিন্দু ভালবাসাও অসহায় হয়ে পড়ে।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী — পৌষে প্রবল শীত সুখী সর্বজনে।
তৈল তুলা তর্নুনপাৎ তাম্বুল তপনে॥

কাজী নজরুল ইসলাম — অসহায় জাতি ডুবিছে মরিয়া জানে না সন্তরণ,
কান্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ।

মাসতামামি

১ সেপ্টেম্বর — আন্তর্জাতিক সংহতি এবং যুদ্ধবিরোধী দিবস।
পোল্যান্ডকে আক্রমণ করল জার্মানী ১৯৩৯।
আই এন এ গঠিত হল ১৯৪২।
জীবন বিমা নিগম গঠন হল ১৯৫৬।

২ সেপ্টেম্বর — ভিয়েতনামকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা ১৯৪৫।
ভারতে অস্থায়ী সরকার গঠন হল ১৯৪৫।
নন্দন ফিল্ম সেন্টারের উদ্বোধন হল ১৯৮৫।

৩ সেপ্টেম্বর — হো-চি-মিনের প্রয়াণ ১৯৬৯।
অভিনেতা উত্তমকুমারের জন্ম ১৯২৬।
ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত হল বিশ্বশান্তি সম্মেলন ১৯৩৬।

৪ সেপ্টেম্বর — লেখক এস. ওয়াজেদ আলির জন্ম ১৮৯০।
কার্টুনিস্ট শংকরণ কুট্টির জন্ম ১৯২১।
দাদাভাই নরোওজীর জন্ম ১৮২৫।

৫ সেপ্টেম্বর — জাতীয় শিক্ষক দিবস।

৬ সেপ্টেম্বর — ইনসুলিনের আবিষ্কারক জন জেমস ম্যাকলয়েডের জন্ম ১৮৭৬

৭ সেপ্টেম্বর — শরৎচন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৮৯।
লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৪।

৮ সেপ্টেম্বর — আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস।
ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু ১৯৬২।
সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার জন্ম ১৯২৬।

৯ সেপ্টেম্বর — মাও সেতুং-য়ের প্রয়াণ ১৯৭৬।
লিও স্টলস্টয়ের জন্ম ১৮২৬।

১০ সেপ্টেম্বর — গোবিন্দ বল্লভ পন্থের জন্ম ১৮৮৭।
হরিয়ানা ও পঞ্জাব দুটি পৃথক রাজ্যের ঘোষণা ১৯৬৬।

১১ সেপ্টেম্বর — বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস হল ২০০১।
আচার্য্য বিনোবা ভাবের জন্ম ১৮৯৫।
শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন শুরু ১৮৯৩।

১২ সেপ্টেম্বর — সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪।
কোরিয়াতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন হল ১৯৪৮।

১৩ সেপ্টেম্বর — লেখক মুজতবা আলির জন্ম ১৯০৪।
তেলেঙ্গানায় আন্দোলনরত মানুষের ওপর পুলিশের অত্যাচার ১৯৪৮।

১৪ সেপ্টেম্বর — ব্রিটেন জর্জিয়ান ক্যালেন্ডারকে স্বীকৃতি দিল ১৭৫২।

১৫ সেপ্টেম্বর — আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস।
সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৭৬।
আগাথা ক্রিস্টির জন্ম ১৮৯০।

১৬ সেপ্টেম্বর — প্রথম জেরক্স মেশিনে কাজ শুরু আমেরিকায় ১৯৫৯।

১৭ সেপ্টেম্বর — কলকাতায় প্রথম সফরে এলেন ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৩।
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৫৭।
শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের জন্ম ১৯১৫।

১৮ সেপ্টেম্বর — হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্য গান্ধীর অনশন শুরু ১৯২৪।
বার্মাতে মিলিটারি কূপ ১৯৮৮।

১৯ সেপ্টেম্বর — সংগীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্রের জন্ম ১৯২৪।
চিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ১৮৯৩।
জল চুক্তি স্বাক্ষর হল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬০।

২০ সেপ্টেম্বর — সিপাহী বিদ্রোহের পর দিল্লি পুনরুদ্ধার করে ব্রিটিশ সেনা ১৮৫৭।
নেদারল্যান্ডের মহিলাদের ভোটদানের অধিকার ১৯১৯।

২১ সেপ্টেম্বর — পারমাণবিক অপসারণ চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৭৭।
রাইখস্ট্যাগে অগ্নি সংযোগের দায়ে ডিমিত্রভের বিচার শুরু ১৯৩৩।

২২ সেপ্টেম্বর — চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তে গৃহযুদ্ধ বন্ধ হল ১৯৩৭।

২৩ সেপ্টেম্বর — পাবলো নেরুদাকে হত্যা ১৯৭৩।
ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ শেষ ১৯৬৫।

২৪ সেপ্টেম্বর — বম্বে, কলকাতা এবং মাদ্রাজে পুরসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭২৬।

২৫ সেপ্টেম্বর — সামাজিক ন্যায় দিবস।
অ্যাটম বোমা পরীক্ষার কথা ঘোষণা করল সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৯।
শেষবারের মতো 'ভাস্কো-দা-গামা' ভারতে এলেন পর্তুগালের ভাইসরয় হিসেবে ১৫২৪।

২৬ সেপ্টেম্বর — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০।
রানী রাসমণির জন্ম ১৭৯৩।

২৭ সেপ্টেম্বর — ভগৎ সিংয়ের জন্ম ১৯০৭।

২৮ সেপ্টেম্বর — পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা ১৯৭৮।

২৯ সেপ্টেম্বর — কলকাতায় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম চালু হল ১৯৬২।
গঙ্গা জল নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৭৭।

৩০ সেপ্টেম্বর — জাপানে ভয়াবহ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ১৯৯৯।
লাতুরে ভূমিকম্পে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ১৯৯৩।

পৃষ্ঠা-৪

অ্যাম্বুলেন্স না যমের গাড়ি

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

এতকাল ধরে অ্যাম্বুলেন্স চালকরা এবং মালিকরা যে সমাজসেবা করে এসেছে এরকম ভাবনাটার পেছনে কোনও সদর্থক যুক্তি মেলা ভার। ৫/৬ কিলোমিটার যেতে ৮ হাজার/৯ হাজার টাকা ভাড়া। এই দরে না পোষালে অসুস্থ শিশুকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে দিয়ে সোজা চলে যাওয়া। বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সের কার্যকলাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই কোভিড-১৯-এর কোপে পড়ে মানুষকে অসহায়, বিপন্ন দেখে, অ্যাম্বুলেন্স চালক ও মালিকদের আসল চেহারাটা ফুটে বের হচ্ছে। অতীতে সংবাদপত্রে অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সের খবর। সেখান থেকে জানা গেছে টাকা পাচার, লাশ পাচার, দুষ্কৃতীদের বহন করা, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করার কাজে অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করা হয়েছে। অপরাধ জগতের সঙ্গে কিছু সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স চালক ও মালিকের যোগসাজশ কারও অজানা নয়। সব কিছু জেনেও এরা অনেকেই না-জানার ভান করে। সব মালিক বা চালক অপরাধের সঙ্গে নিশ্চই জড়িত নন। কিন্তু ওদের বেপরোয়া ভাব দেখে মনে হয়, ওদের মনে কোনও ভয়-ডর বলে কিছুই নেই। যারা প্রতি কিলোমিটার পিছু ২/৩ হাজার টাকা ভাড়া দাবি করতে পারে, তাদের আপনি কোন সংজ্ঞার মধ্যে ফেলবেন?

সম্প্রতি একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। কেষ্টপুর থেকে আই ডি হাসপাতাল যেতে ভাড়া চেয়েছে আট হাজার টাকা, মন্দিরতলা থেকে পঞ্চসায়র পাঁচ হাজার টাকা। এত টাকা ভাড়ার বিষয়ে প্রশ্ন করলেই উত্তর এসেছে, দুটো পিপিই কিট, স্যানিটাইজেশন, জ্বালানি... ইত্যাদি ইত্যাদি। এত কিছুর পরও অ্যাম্বুলেন্স চালক বা সহকারির কাছে কিন্তু রোগী সবসময় অস্পৃশ্য! করোনা সংক্রমণ থাকুক আর না থাকুক। বনগাঁর ঘটনা তো সকলেরই জানা। চালক এবং সহকারি সব দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখলেন ঘটনাটা।

শুধুমাত্র চালক বা মালিককে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি, বা আপনিও কম বেশি দোষী। কারণ আমাদের সীমাহীন, উদাসীনতা, প্রশ্ন করে জানার বিষয়ে অনিচ্ছা-এসব তো আছেই। বেশি প্রশ্ন করলে যদি আমার কাজটা না হয়, তবে অকুলপাথারে পড়ব, এসব ভাবনা মনের মধ্যে আসে। তার থেকে ভালোয় ভালোয় কাজটা চুকে যাক, এটাই ভাবি। সরকারি ব্যবস্থায় সব জেলাতে মাতৃ যান বা ১০২ অ্যাম্বুলেন্সগুলো একটা বড় অংশ এখন সম্ভাব্য বা নিশ্চিত কোভিড রোগি নিয়ে যাচ্ছে। পিপিই কিট পরা চালক এবং সঙ্গীরা রোগির বাড়ির লোকদের সাহায্য করছেন। যদি ওরা পারেন তবে বেসরকারী অ্যাম্বুলেন্সরা পারবে না কেন? রোগীর টাকায় সাবধানতা অবলম্বন করব অথচ রোগী ছোঁব না। বেসরকারী চালকদের এসব বেয়াদপি বরদাস্ত কেন করা হবে? বারাসত হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা কোভিড রোগীকে অশোকনগরে যাওয়ার পথে মাঝরাস্তায় জল-কাঁদার মধ্যে ফেলে পালালেন যে চালক, তার কী শাস্তি হবে?

প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রে শাস্তির বিষয়টা নেই বলেই ওরা এতটাই নির্ভীক। প্রত্যেকটা সরকারি হাসপাতালের বাইরে যে প্রাইভেট মারুতি ভ্যান এবং অ্যাম্বুলেন্সগুলো দাঁড়িয়ে থাকে, তারাই বেসরকারি হাসপাতালে রোগীর যোগান দেন। কেস প্রতি মোটা টাকা পাচ্ছে এরা অথবা মাসের বন্দোবস্ত রয়েছে। এই লাগাম টেনে ধরার কেউ নেই। আবার সব সরকারি অ্যাম্বুলেন্সও সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। গর্ভবতী মহিলারা মাতৃযানে গেলে তিনটে সরকারি কাগজ (মেমো) পান। নিখরচায় বাড়ি থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসবের জন্য হাসপাতালে যাওয়া এবং প্রসবের পর বাড়ি ফেরা। এমনই একটি মাতৃযান হাবড়া থেকে একজন গরীব আসন্ন প্রসবাকে নাকে নল গুঁজে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেই রোগীর বাড়ির পুরুষকে দেখা যায়, অ্যাম্বুলেন্স চালকের হাতে লুকিয়ে টাকা দিচ্ছেন। সন্দেহ হয় চিকিৎসকের। প্রশ্ন করে জানা যায়, রোগিনীকে অক্সিজেন দেওয়ার জন্য ৫০০ টাকা চেয়েছেন। রোগিনীর অবস্থা দেখে সন্দেহ হয় চিকিৎসকের। চেপে ধরা হলে বিষয়টি পরিষ্কার হল। সিলিন্ডার ছিল কিন্তু অক্সিজেন ছিল না। ফাঁকা নলটি রোগিনীর নাকে গুঁজে রাখা হয়েছিল। প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপে টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয় চালক। এসব প্রতারকদের শাস্তি দেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়।

স্বাস্থ্য দফতর চাপের মধ্যে। তবুও সেবার নামে এই প্রতারণা এখনই বন্ধ হওয়া উচিত। অসহায় রোগীদের পাশে থাকতেই হবে। প্রায় পাঁচ মাস ধরে লড়ে যাচ্ছেন সরকারি ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা কোভিড যোদ্ধারা— এরই মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স চক্রের এই আঘাত বুকে বড় লাগছে।

কৃষি অর্থনীতির ওপর এখনই কতটা ভরসা করা যাবে?

কিশোরকুমার বিশ্বাস

টা ভাবলে ভুল হবে যে, ভারতের দুর্বল অর্থব্যবস্থার জন্য বর্তমান অতিমারিই একমাত্র দায়ী। তার কারণ ভারতের অর্থ ব্যবস্থা গত প্রায় তিন বছর ধরেই নিম্নগামী। শুরুটা হয় নোটবন্দির করুণ অবস্থা থেকে। তারপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কৃষি অর্থব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে প্রায় তিন বছর ধরে। মূল কারণ হল (১) পরপর দু'বছর দেশের একটা বড় অংশে খরা হয়েছিল। আমরা জানি ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬-তে ভারতের কৃষি অর্থ ব্যবস্থাকে বেকায়দায় ফেলেছিল। (২) নোটবন্দির জন্য বহু মানুষের বেকার হয়ে যাওয়া এবং শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসা, কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যাওয়া-কৃষিক্ষেত্রকে বেশ কষ্টের মধ্যে রেখেছিল। (৩) গ্রামাঞ্চলে কৃষি শ্রমিক এবং অ-কৃষি শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি (মুদ্রাস্ফীতির হিসাব ধরে) বাড়েনি কয়েকবছর ধরে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরিও কমে গিয়েছিল। (৪) হঠাৎ করে জি এস টি চালু করার ফলে বিভিন্ন কাজকর্মের গতি কমে যেতে দেখা গেছিল। এইভাবে গত অর্থবছরে (২০১৯-২০) ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশে নেমে যায়। এরপর 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'-এর মতো এল কোভিড-১৯ অতিমারির আঘাত। (৫) সেচ এবং সারের দাম বাড়ার জন্য কৃষিখরচও অনেক বেড়েছে এই সময়।

বর্তমান কৃষির অবস্থা ভালই

কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ভারতের মোট আয়ের (জি ডি পি) ১৪ শতাংশ উৎপন্ন করে কিন্তু দেশের অর্ধেক মানুষ এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। গত বছরে রবি ফসল ভাল হওয়ায় দেশের

খাদ্যশস্যের মজুত প্রয়োজনের তুলনায় (একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ) বেশি। এখন এই বর্ষায় ভারতের অধিকাংশ স্থানে গড় বৃষ্টিপাত বেশ ভাল। তাই সরকার বোঝাতে চাইছে, কৃষি অর্থব্যবস্থা এত মজুত যে এই কৃষিক্ষেত্রকে ধরেই দেশের সামগ্রিক দুর্বল অবস্থা অনেকটা ভাল জায়গায় আসতে পারে। অনেকে বিশেষ করে এভাবেই ভাবছেন। কারণ এত অর্থ বছরের তুলনায় এবার প্রায় ১৮.৫ শতাংশ বেশি জমিতে খারিফ চাষ বেড়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৮০ কোটি হেক্টরে এবার খারিফ চাষ হচ্ছে। খাদ্যে মজুতও তাহলে আরও বাড়বে আগামীদিনে। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রবি শস্যের উৎপাদন হয়েছিল ১৪৩.২৪ মিলিয়ন টন এবং খারিফ শস্যের উৎপাদন ছিল ১৪১.৭১ মিলিয়ন টন।

গ্রামীণ অর্থনীতি কেমন অবস্থায়

গ্রামীণ অর্থক্ষেত্র দু'ভাগে রয়েছে। কৃষি ক্ষেত্র এবং অকৃষিক্ষেত্র। গ্রামীণ অর্থক্ষেত্র সামগ্রিকভাবে দেশের মোট আয়ের ৪৬ শতাংশ উৎপাদন করে। কিন্তু তাতে নিয়োজিত রয়েছে দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ। আবার আরেকটি হিসেবে কৃষিক্ষেত্র গ্রামীণ অর্থক্ষেত্রের ৩৯ শতাংশ উৎপাদন করেছিল ২০১৬-১৭ বর্ষে এবং এতে ৬৪ শতাংশ গ্রামীণ লোক যুক্ত ছিল। এই অতিমারির সময় কৃষিক্ষেত্র ভাল করলেও গ্রামীণ অকৃষিক্ষেত্র একে বারেই ভাল অবস্থায় নেই। এর বড় কারণ গ্রামের নির্মাণক্ষেত্রটি একেবারে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এই ক্ষেত্রটি গ্রামীণ অর্থব্যবস্থায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া গ্রামীণশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বা নির্মাণশিল্পের যুক্ত কারখানাগুলোর অবস্থা ভাল নয় ফলে গ্রামীণ অকৃষিক্ষেত্র যতদিন না ভাল করতে পারছে ততক্ষণ কেবল ভাল কৃষি দিয়ে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার উন্নতি হবে না। কাজেই গোটা দেশের অর্থ ব্যবস্থার হাল ফেরানোও সম্ভব নয়। দেখতে হবে শহরে মানুষের কী ভাবে আয় বাড়ছে। তা না হলে শহরের চাহিদা বাড়বে না। ফলে কৃষিদ্রব্যের চাহিদাও বেশি হবে না। মার খাবে কৃষিক্ষেত্র এবং গোটা অর্থ ব্যবস্থা।

কিছু পরিচিত অর্থনীতিবিদ্‌দের এই বিষয়ে ধারণা

জে পি মরগানের বরিষ্ঠ অর্থ নীতিবিদ সঞ্জীব চিনয় বলেন, কৃষির ওপর ভরসা বেশি করা চলবে না কারণ গ্রামে মোট ভোগ খরচের মাত্র ৪০ শতাংশ করে কৃষি, বাকিটা গ্রামের অকৃষিক্ষেত্র। নামুরা-র এম ডি এবং বরিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ সোনাল ভার্মা বলেন, গ্রামের নির্মাণশিল্প ঘুরে না দাঁড়ালে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা ভাল হওয়া মুশকিল। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া গ্রুপের প্রধান উপদেষ্টা সৌম্যকান্তি ঘোষ মনে করেন, গ্রামের অকৃষি ক্ষেত্রই হল গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি। এছাড়া শহরের অবস্থা ভাল হতেই হবে, কারণ শহরের মানুষের গড় আয় হয় গ্রামীণ মানুষের গড় আয়ের চেয়ে ১.৮ গুণ বেশি।

তাই কৃষির ভাল অবস্থা থেকে বেশি নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই যার জন্য দেশের অর্থ ব্যবস্থাও ভাল হয়ে যেতে পারবে। সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার ভাল করাটাই দেখতে হবে।

জেটের গতিতে ধরায় এল জাতীয় শিক্ষানীতি

পারিজাত বোস

দেশ জুড়ে করোনাভাইরাসের দাপট যখন তুঙ্গে, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ছন্দপতন হচ্ছে প্রতিপলে, মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখাটাই যখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াচ্ছে, শিক্ষাজগৎ এই মুহূর্তে স্তব্ধ, চিন্তার আদান-প্রদানে ভাঁটা পড়েছে। জনমত প্রচারের সুযোগ নেই বললেই চলে, রাজনৈতিক সহ অন্যান্য পরিসরেও প্রতিবাদ, বিরোধীতা এবং বিকল্প ভাবনা তুলে ধরা যাচ্ছে না, নেতিবাচক এই আবহ মণ্ডলে একতরফাভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিরোধী দলগুলো এমনকী রাজ্য গুলোর সঙ্গে আলোচনা না করে শিক্ষানীতি ঘোষণা হয়ে গেল দেশে। করোনার জন্য সংসদ বন্ধ। ফলে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কোনও অপেক্ষা করার প্রশ্নই নেই। এত কীসের তাড়াহুড়ো যে শিক্ষানীতির মত একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এভাবে ঘোষণা করতে হল। একেবারে মন্ত্রীসভায় জাতীয় শিক্ষানীতি পাশ করিয়ে নেওয়া হল।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানীতিরও পরিবর্তন হওয়া উচিত। কিন্তু সেই পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে কতগুলো জরুরি পর্যায় বিবেচনার মধ্যে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটাই যুক্তিসঙ্গত ধারা বা প্রথা। যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হবে জাতীয় শিক্ষানীতি পরিবর্তনের জন্য। কোন পথে, কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে, কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগোতে হবে একাজের জন্য। কারণ ভারতে জাতীয় শিক্ষানীতি পরিবর্তনের সময় মনে রাখতে হবে, স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হবে সর্বজনীন স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। সেখানে নীতি হবে যুক্তিসঙ্গত, বাস্তবভিত্তিক, বিজ্ঞানসম্মত এবং আধুনিক। নতুন প্রজন্মের জ্ঞানের বিকাশ, অনুসন্ধিৎসু মনকে প্রসারিত করা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশকে বিকশিত করাই শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য। যদিও ইতিমধ্যেই শিক্ষাকে এখন পন্যের মত ব্যবহার করতে শুরু করেছে একদল উদ্যোগীরা। অবশ্য সেই সুযোগটা সরকারই তাদের করে দিয়েছে।

শিক্ষা সংগঠনের যুথ্মতালিকায় রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন জায়গা নেই। রাজ্যগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে। অর্থাৎ একতরফা সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করা হচ্ছে রাজ্য গুলোকে। শিক্ষায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির কথা বলা হলেও তা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কমেছে। এর ফলে শিক্ষার বিস্তার, গুণগত মান, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে বাধা থাকবেই। বেসরকারী পুঁজির রাস্তা প্রশস্ত করা হচ্ছে। এবং সেকারণেই উন্নত শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে গরীব মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা। নতুন শিক্ষানীতির খোল-নলচেটা ভালো করে দেখা প্রয়োজন এবং এর বাস্তবসম্মত প্রয়োগে ভাবী প্রজন্মের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হবে, না কণ্টকাকীর্ণ হবে, তা বোঝা যাবে আগামীদিনে।

কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা হল, এখন থেকে 'মানব সংসাধন বিকাশ মঞ্চ' এর নাম হবে 'শিক্ষা মন্ত্রক'। বিষয়টির মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই। পুরনো নামটি আবার ফিরে এল। ৮০-র দশকে রাজীব গান্ধীর সময়ে এই মন্ত্রকের নামটি পরিবর্তন করা হয়েছিল। নামটা বেশ ভারি হয়েছিল। 'মিনিস্ট্রি অব হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট' এখন কেন্দ্রের শাসকদের আবার মত বদল হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পুনর্মূষিকো ভব'। খুব ভাল কথা। যেটা খুব কম শব্দে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় তার জন্য কতগুলো ভারিভারি শব্দযোগে একটা নাম তৈরি করার দরকার কী। ভাষা নিয়ে এই যে পরিবর্তন, ফের ফিরে যাওয়া অতীতে এর তাৎপর্যটা একটু বোঝা দরকার। 'ডেভেলপমেন্ট'-এর অর্থ আমরা উন্নয়নই বুঝি। তবে 'উন্নয়ন'-এর বদলে বিকাশ, শব্দটার ভেতরে একটা বিরাট জায়গা রয়েছে। যদি ডেভেলপমেন্ট-র অর্থ বিকাশ এমন সর্বত্র ঘটছে না, বরং নীচু থেকে ধাক্কা দিয়ে ওপরে তোলার বিষয়টাই এখন বেশি কার্যকরী। এই 'ধাক্কামারা' উন্নয়নের দিকেই এখন সকলের নজর বেশি। এবার আসা যাক 'রিসোর্স'-এর কথায়। সাধারণত আমরা রিসোর্স বলতে সম্পদই বুঝি। এখন দেখতে হবে এই রিসোর্স পরবর্তী কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য করা হচ্ছে বা তার উপায় নির্ধারন করা। যেমন কারখানা, সেখানে উৎপাদন হলে শিল্পের সমৃদ্ধি হবে। সেজন্যই এই শিল্পোৎপাদনের রিসোর্স হল কারখানা। ফলে সম্পদ কথাটার পরিবর্তে সংসাধন শব্দটা চলতেই পারে। এখন প্রশ্ন থেকেই যায়, ইংরেজি থেকে শুরু করে বাংলা পরিভাষায় এটা ভাববো কেন? কিসের সংসাধন? অন্য কিছু অর্জনের উপায়? এর আবার একটা সহজ সরল শব্দ রয়েছে, যেটা আমাদের কাছে খুবই জানা। 'গ্রোথ' অর্থাৎ উৎপাদন তথা আয়ের বৃদ্ধি। ইদানিং বিষয়টাতে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে চিন। মনে রাগ, অভিমান ও আক্রোশ থাকলেও কথাটা ধ্রুব সত্য। সুতরাং আমাদেরও জি ডি পি-র দ্রুত বৃদ্ধি হওয়া দরকার। এরজন্য চাই বিভিন্ন সংসাধন। যার মধ্যে রয়েছে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি, উৎকৃষ্ট কাঁচামাল, উর্বর জমি, কলাকৌশল। এখানের মানুষের ভূমিকা হল দক্ষ কর্মী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা। আর শিক্ষা হচ্ছে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য একটা মূল্যবান একক।

গোটা ব্যবস্থার মধ্যেই একটা একক সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেটা হল বাজার। বাজার হচ্ছে বৃহৎ পুঁজির আড্ডাখানা। উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধির বিষয়টাই বাজারের ওপর নির্ভরশীল। অতএব মানুষকে এই বৃদ্ধির সংসাধন হিসেবে তৈরি করাটাও এখন বাজারের ওপর নির্ভরশীল।

আমরা এমন একটা পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে বাজার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে মানুষকে কী কাজে লাগবে। এর ফলে শৈশব থেকেই মানুষকে সেইভাবে বাজারের চাহিদানুযায়ী তৈরি করা হচ্ছে। যেটাকে আমরা প্রায় সকলেই শিক্ষাব্যবস্থা নামে ডেকে থাকি বা বলে থাকি। বিষয়টা নতুন নয়, তবে লেখাপড়া করা মানে কেরিয়ার তৈরি করা ছাড়া আর কিছু নয়—এই মতবাদটাই আমাদের সমাজকে গত তিন দশক ধরে সর্বগ্রাসী করে তুলেছে। এই প্রবণতাটা বিশ্বজুড়েই চলছে তবে আমাদের দেশে শিক্ষার সুযোগ বিশেষ করে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকটাই সীমিত এবং সুযোগের বণ্টনে বৈষম্যের প্রভাব তীব্র, যার ফলে এই দেশে সভ্যতার পরিণাম দিনের পর দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। একটা ছোট অংশের ছাত্রছাত্রী সঠিক শিক্ষার সুযোগ নিয়ে সফল কেরিয়ার গড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আর বাকিরা সব শিক্ষার নামে যে 'লাড্ডু' সেবন করছে, তার কোনও বাজারদর নেই। অর্থাৎ বাজারের স্বার্থে এবং নির্দেশে মানব সংসাধনের বিকাশ ঘটছে সুবিধাভোগী পরিবারে। সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারের ছেলেমেয়েরা যোগ্য সংসাধন হয়ে উঠতে পারছে না, পারবেও না। নির্মম সত্যটা হল, এত পাহাড় পরিমাণ বৈষম্য নিয়েও কিন্তু এই বাজারের কোনও সমস্যা নেই। কারণ বাজারের রিসোর্সের পরিমাণটা ওই সংখ্যালঘু 'শিক্ষিত'রাই যোগান দিচ্ছে। বাকিরা কেউ পোস্তা বাজারে, বড়বাজারে মাথায় মোট বইবে। আমাজন বা কোনও নেট ওয়ার্ক সংস্থার অধীনে দিবারাত্র অর্ডার সরবরাহ করে বেড়াবে মানুষের দ্বারে দ্বারে।

নতুনভাবে একটা মন্ত্রক তার নামটা ফিরে পেল। কিন্তু মানুষকে বাজার অর্থনীতির সম্পদ বা সংসাধন করে তোলার দায় থেকে তার পরিত্রান মিলবে কি? নতুন এই নীতিতে সেই প্রকার ভরসার কথা রয়েছে কি? নাকি শিক্ষার বেসরকারীকরণের পথ আরও চওড়া হতে চলেছে—এই ধারণাটা যদি সত্যি হয় তবে পড়াশোনার জগতে বৈষম্য আরও বেড়ে যাবে। বাজারই ঠিক করে দেবে শিক্ষা কাদের জন্য কতটুকু বরাদ্দ। এই শিক্ষানীতি নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য বিতণ্ডা চলবেই। আমাদের জায়গা তো ওই দর্শকের আসনে।

কবিতা

ভয়

অনির্বাণ কর

এখন বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান বা প্রেমিকা নয়, ভয় জীবনসঙ্গী।
কানের পাশ দিয়ে নীল আলোর ফ্ল্যাশ কেটে সাইরেন
বাজিয়ে হু-হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে ১০২-এর অ্যাম্বুলেন্স
জানি না, ওই গাড়িতে আমিও কবে সওয়ার হব।
ভয় শরীর-মনকে আস্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে, নেট কে পারেনি
তাই এখনও কাজে বেরতে হয় এক বুক ভয় নিয়েও।

মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে গৌর চলে গেল বাবা-মা-বৌ মেয়েকে রেখে
ওর কিডনি ফেল করল, সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ
কোভিড-১৯-এর অতিমারিতে বিশ্বজুড়ে এরকম আরো কত
গৌর যে নীরবে মুখ লুকাল, কেউ তার খবর রাখে না।

কানের পাশ দিয়ে নীল আলোর ফ্ল্যাশ কেটে সাইরেন
বাজিয়ে হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে ১০২-এর অ্যাম্বুলেন্স
কেউ কেউ রোগ চেপে যাচ্ছে একঘরে হওয়ার ভয়ে।
পৃথিবী বিষন্ন
লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে
সেরে উঠছে যারা বা যারা সংক্রমিত হয়নি, তারাও না
থাকার মতো
কেউ মরে গেলে ঠিকসময়ে প্রিয়জনেরা খবর পাচ্ছে না,
তাকে একঝলক দেখতেও পাচ্ছে না, ছোঁয়া বা অন্ত্যোষ্টিতো
দূরের কথা
পারলৌকিক কাজ করারও সুযোগ নেই

মা আসছেন

ধীরেন্দ্রনাথ কুইল্যা

সাদা চাদর দুলিয়ে
আকাশ বাতাস মুখরিত করে
সাদা সাদা কাশ ফুলগুলো
শরতের হিমেল বাতাস
মহানন্দে দোল খেলে যায়
কোন গন্ধ নেই।
কিন্তু রূপ আছে অঢেল
তাতেই মন মেতে যায়।
ওদিকে ভোরের শিশির ভেজা
ঘাসের বনে শিশির বিন্দুগুলো
হীরের মত চকচক করে জ্বলছে।
শিউলি ফুলে আবেশ ভরা
মন মাতানো মধুর গন্ধে
চারিধার ম-ম করছে।
হঠাৎ দূরে কারো বাড়িতে
মাইকে বেজে উঠলো আগমনী সুর।
''য়্যাদেবী সর্ব ভুতেষু সংস্থিতা
নমঃস্তস্যৈ নমঃস্তস্যৈ নমঃ নমঃ''
বলে মায়ের স্তব গান গাইছে
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মা আসছেন।

আশা জলের আল্পনা নয়

শিখা দাস

নিজের করে কাউকে ধরে রাখা যায় না যে
নদী বাতাসের মত এগিয়ে চলে যায় অনায়াসে
অভিমানের একচিলতে মেঘ হঠাৎ মনে দেখা দেয়
ধীরে ধীরে ভারী হয়ে জমাট মন কালো রূপ নেয়।
ক্রমেক্রমে তিরতিরে বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে
সারা মন চঞ্চল পাখির মত ডানা মেলে ওড়ে।
বাতাসে মিশে যায় দীর্ঘশ্বাস, ব্যথার পাহাড় ঠেলে
ধানক্ষেত নদীর জলে, ফুলের বুকে ঢেউ তোলে।
খাপছাড়া অর্থহীন একঘেয়ে জীবনে সহসা মূল্যমেলে
বুকে তখন রিমঝিম সুরে বিষন্নতা বৃষ্টির খেলাচলে।
হাওয়ার দাপটে আলোর আভাস যেমন যায় সরে
মনে হয় আশা কি জলের আল্পনা সহজেই যাবে
মরে?

স্টেডিয়াম

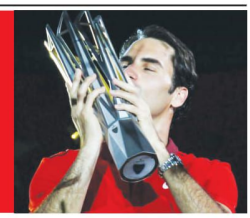

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বায়ার্নের

বিছানায় শুয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পরখ করে দেখছেন লেওয়ানডস্কি

লিবসন-কঠিন লড়াইয়ের শেষে সাফল্য এলে তাঁর স্বাদ সবসময়ই মধুর হয়। টানা ১১ ম্যাচে জয়। ২৩ আগস্ট রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে আনন্দে মাতলেন বায়ার্ন মিউনিখের ফুটবলাররা। চাপ নিয়ে মাঠের সেলিব্রেশন, ড্রেসিংরুমে গানের তালে তালে ড্রাম বাজিয়ে উৎসব। ফাইনালে পি এস জি-র বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৫০০ তম গোল পেল বায়ার্ন। ফাইনালের পর বায়ার্ন কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'এই দলকে নিয়ে গর্বিত। অগ্রগতি অবিশ্বাস্য।' খেলার ফল বায়ার্ন ১, পি এস জি ০। এই মরশুমে ৫৫টি গোল করা লেওয়ানডস্কি ২০১৩-র ফাইনালে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে হেরেছিলেন বায়ার্নের কাছে। এবার তাঁর ইচ্ছেপূরণ হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে না পারার জন্য ম্যাচের পর কেঁদেছেন পি এস জি-র মহাতারকা নেইমার।

জোশুয়া কিমিখের ক্রস থেকে নিখুঁত হেডে বলটা জালে জড়িয়ে দিলেন কিংসলে কোম্যান। ওই একটা গোলই পার্থক্য গড়ে দিল গোটা

কাঁদছেন নেইমার

ম্যাচে। নেইমার, এমবাপের মতো নামীদামি তারকারাও বাঁচতে পারলেন না পি এস জি কে। প্রথমার্ধে কিলিয়ান এমবাপের সহজ সুযোগ নষ্ঠ না হলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত। এবার পি এস জি-তে মেসিকে চান অনেকেই। অন্যদিকে হারের দুঃখে প্যারিসের রাস্তায় ভাঙচুর চালানোর জন্য ১৪৮ জন পি এস জি সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ফরাসি লিগ চ্যাম্পিয়নদের প্রধান সমস্যা দলটা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নেইমার ও এমবাপের ওপর। এক বা দু'জন ফুটবলারের ব্যক্তিগত নৈপুন্যে যে সব ম্যাচ জেতা যায় না, আরও একবার প্রমাণিত হল। যে কোনও দলের সাফল্য নির্ভর করে দলগত ফুটবলের ওপর, যা ছিল বায়ার্নের অস্ত্র।

চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৬১ শতাংশ বলের দখল ছিল বায়ার্নের। সফল পাস ৪৬২টি। পি এস জি-র সফল পাসের সংখ্যা ২৬২টি। পি এস জি দলটা দৌড়েছে ৯৯.৫ কিলোমিটার আর বায়ার্ন দৌড়েছে ১০৩.৯ কিলোমিটার। টুহেলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, লিয়োনেল মেসির জন্য কতটা আগ্রহ দেখাতে পারে পি এস জি? মেসি বার্সেলোনায় খুশি নন এবং দল ছাড়ার কথা ভাবছেন বলে ফুটবল মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। টুহেল বলেছেন, 'ওকে স্বাগত জানাতে তৈরি আমরা। পৃথিবীতে এমন কোনও কোচ কি আছেন যিনি মেসিকে নিজের দলে চাইবেন না?'

বার্সেলোনা ছাড়লেন মেসি

বার্সেলোনা-অবশেষে সম্পর্ক ছিন্ন হতে চলেছে লিওনেল মেসি এবং বার্সেলোনার। মেসি তাঁর ক্লাবকে ফ্যাক্স করে জানিয়েছেন, ২০২১ সাল পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও তা খারিজ করে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া হোক, যাতে তিনি অন্য ক্লাবে যেতে পারেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

মুক্ত রোনাল্ডিনহো

আসুনসিয়ন-পাঁচ মাস আটক থাকার পর অবশেষে প্যারাগুয়ের কোর্ট মুক্তি দিল ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি ফুটবলার রোনাল্ডিনহো গাউচোকে। কোর্টের আদেশ, স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তন করলে তা আদালতকে জানাতে হবে। ভুয়ো পাসপোর্টে সেদেশে ঢোকার কারণে বিচারাধীন ছিলেন বার্সেলোনার প্রাক্তন তারকা।

পুরস্কার নিয়ে বিতর্ক

নয়াদিল্লি-রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া পুরস্কার নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। প্রশ্ন, সফল জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়াকে বাদ দিয়ে সাম্প্রতিককালে ব্যর্থ টিটি-র মনিকা বাত্রা কী করে খেলরত্ন পুরস্কার পেলেন? পাশাপাশি সর্বভারতীয় শ্রবণশক্তিহীনদের সংস্থা পুরস্কার প্রাপক বাছাইয়ে স্বজন পোষণের অভিযোগ তুলেছে নির্বাচক দীপা মালিকের বিরুদ্ধে। কারণ যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও প্যারা ব্যাডমিন্টনের মানসী যোশীকে অর্জুন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

সুইং সম্রাট

ইংল্যান্ড-ক্রিকেট বিশ্বে প্রথম পেসার হিসেবে টেস্টে ৬০০ উইকেট দখল করলেন ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন। পাকিস্তানের আজহার আলি তাঁর ৬০০ তম শিকার। প্রথম স্লিপে জো রুটের কাছে ক্যাচ দিয়ে আউট হন আজহার। ২০০৩-এ টেস্ট অভিষেক হয় অ্যান্ডারসনের। এখনও পর্যন্ত খেলেছেন মোট ১৫৬টি টেস্ট। উইকেট সংগ্রাহকের তালিকায় টেস্টে তিনি চতুর্থ। তাঁর আগে যে তিনজন আছেন, সকলেই স্পিনার। তাঁরা হলেন, মুথাইয়া মুরলীধরন (৮০০), শেন ওয়ার্ন (৭০৮) এবং অনিল কুম্বলে (৬১৯)। ৩৮ বছরের অ্যান্ডারসন এখন বিশ্বের সেরা সুইং বোলার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

অবসর নিলেন ধোনি

নায়কোচিত ভঙ্গিতে ধোনি

নিজস্ব প্রতিনিধি-দেশের ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসের দিন সন্ধ্যায় আচমকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা টুইটারে ঘোষণা করলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর সাড়া দেশে ছড়িয়ে পড়ে। একের পর এক বার্তা আসতে থাকে ধোনির অবসরকে ঘিরে। দেশের হয়ে শেষ ধোনি খেলেছিলেন ২০১৯-র জুলাই মাসে। ধোনির সঙ্গে একই দিনে অবসরের কথা ঘোষণা করেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটার সুরেশ রায়না। ধোনির অবসরকে কেন্দ্র করে দেশ বিদেশের বহু ক্রিকেট তারকা তাদের মতামত প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ভারতীয় ক্রিকেটে ধোনির অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। তার উত্তরে ধোনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল

প্যারিস-চেলসিকে ২-১ হারিয়ে এফ এ কাপ চ্যাম্পিয়ন হল আর্সেনাল। ২০১৭ সালেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে জিরুডের বাড়ানো পাসে পুলিসিচের গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। ২৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান পিয়েরে এমেরিক অওবামেয়াং। জয়সূচক গোলটিও করেন তিনি। দশজনের চেলসিকে হারিয়ে ১৪ তম এফ এ কাপ পেয়ে উৎসবে মেতে ওঠেন আর্সেনালের ফুটবলাররা। এই জয়ের ফলে ইউরোপা লিগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করল আর্সেনাল।

প্রয়াত বীরু চ্যাটার্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রয়াত হলেন ময়দানের চির পরিচিত নেপথ্য নায়ক বীরু চ্যাটার্জি। করোনাতে আক্রান্ত হয়েই মারা গেলেন মোহনবাগানের সহ-সভাপতি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। শ্রদ্ধা জানাতে ক্লাবের পতাকা অর্ধনিমিত রাখা হয়।

প্রথম স্থানে

লন্ডন-আই সি সি ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিংয়ে এক এবং দু'নম্বরে থেকে গেলেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। টেস্টে সেরা ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথ। বেশ লম্বা সময় ধরে আই সি সি-র শীর্ষস্থানের র‍্যাঙ্কিং ধরে রাখল বিরাট ও রোহিত

উয়েফার ইঙ্গিত

ওয়েলস-মহামারীর জন্য এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নকআউট পর্ব হয়েছে একটি ম্যাচ দিয়েই। দুই লেগে খেলা হয়নি। আগামীদিনেও এই ব্যবস্থা বজায় থাকতে পারে। জানালেন উয়েফা সভাপতি আলেকজান্ডার সেফেরিন। আকর্ষণ বাড়াতে ইওরোপা লিগেও এক ম্যাচের নক আউট পর্ব চালু হতে পারে।

বন্দি বোল্ট

জামাইকা-কোভিড পরীক্ষা হয়েছে উসেইন বোল্টের। ২১ আগস্ট জন্মদিনে পার্টি করেছিলেন। এরপরেই রটে যায় তিনি কোভিড পজিটিভ। বোল্ট জানান, কোনও উপসর্গ নেই। স্বেচ্ছাবন্দি থাকছি। জানা গেছে, বোল্টের রিপোর্ট পজিটিভ। কিন্তু ক্যারিবিয়ান তারকা ক্রিস গেল-এর রিপোর্ট নেগেটিভ।

হল অফ ফেম

লন্ডন-জাক কালিস, জাহির আব্বাসের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক লিসা স্তালেকার আই সি সি-র হল অফ ফেমে জায়গা পেলেন। করোনার জন্য ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল আই সি সি। সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কালিসের দীর্ঘদিনের সতীর্থ শন পোলক।

জাতীয় কোচ হলেন পৌলমী

এভাবে বোর্ডে আর খেলতে দেখা যাবে না পৌলমীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি-টেবিল টেনিস বোর্ডে ঝড় তুলতে তাঁকে আর দেখা যাবে না। একেবারে নীরবে অবসর নিলেন টিটি তারকা পৌলমী ঘটক। যখন মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসর নিয়ে চারিদিকে হৈ চৈ চলছে ঠিক সেই ফাঁকে নিজেকে সরিয়ে নিলে পৌলমী। তাঁর বক্তব্য, 'খেলোয়াড় হিসেবে টিটি বোর্ডে আমার আর ফেরার সম্ভাবনা নেই। এবার জাতীয় কোচের দায়িত্ব পেলেন তিনি। মা হওয়ার পর থেকেই আস্তে আস্তে টিটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন পৌলমী।'

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, রক্তদান এবং বৃক্ষরোপনের কয়েক ঝলক

১। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সদস্য আবীর চ্যাটার্জি।
২। জাতীয় পতাকা উত্তোলন।
৩। ভূপেন বোস এভিনিউতে বৃক্ষরোপণ।
৪। চলছে রক্তদান।
৫। নর্থ কোলকাতা চলাচল ক্লাবে বৃক্ষরোপন।
৬। সর্বোদয় সম্মিলনীর রক্তদান উৎসবে।
৭। রক্তদান উৎসবে রক্তদাতার প্রেসার পরীক্ষা করা হচ্ছে।
৮। রক্তদাতাদের সাহায্যে সদা সতর্ক স্বাস্থ্যকর্মীরা।

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) ববিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) প্রদীপ পাত্র, ১৯) সৈকত মুখার্জি, ২০) সোনালি বিশ্বাস, ২১) সঞ্চয় সাহা, ২২) পার্থ দাস, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) সুমনা কর, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) নমিতা পাল, ৩৭) মধু শেঠ, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) পুলক শূর, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) রীণা ঘোষাল, ৪৫) দেব পাল, ৪৬) রীতেশ ঘোষ, ৪৭) অমিতাভ সিনহা, ৪৮) মৌমিতা ঘোষ, ৪৯) শুভময় কুণ্ডু, ৫০) রেশমি নায়েক, ৫১) স্বপন দে, ৫২) চিত্রা শীল, ৫৩) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৪) মীনাক্ষী পাল, ৫৫) সুবীর অধিকারী, ৫৬) সৌগত ভট্টাচার্য্য, ৫৭) সব্যসাচী বোস, ৫৮) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৯) অভিজিৎ মাহাতো, ৬০) ইরা দত্ত, ৬১) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৬২) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬৩) তৃষ্ণা বসু, ৬৪) গৌতম শীল, ৬৫) লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস, ৬৬) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৭) শ্যামল মুখার্জি, ৬৮) কমল মাইতি, ৬৯) চন্দন ঘোষ, ৭০) মোল্লা জামালউদ্দিন, ৭১) সুব্রত সাহা, ৭২) সুব্রত ঘোষ।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.